দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 20 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগে খোঁজ নেওয়ার পরামর্শ

আউটার ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের দায় নেবে না ইউজিসি

এম এইচ রবিন ●

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ শাখা বা আউটার ক্যাম্পাসে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের দায় নেবে না বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এজন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কমিশন।

জানা গেছে, কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরেই অনিয়ম-দুর্নীতি করে আসছিল। এসব বিশ্ববিদ্যালয় লেখাপড়ার নামে ক্যাম্পাস খুলে সনদবাণিজ্য করত। নষ্ট হতো শিক্ষার্থীদের জীবনের মূল্যবান সময়। এসব অপকর্ম বন্ধের জন্য সরকারকে আদালত পর্যন্ত যেতে হয়েছে। পরবর্তীকালে উচ্চ আদালতের নির্দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার বা শাখা ক্যাম্পাস বন্ধের নির্দেশ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এসব নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে ইউজিসির। তাই এবার ভর্তির আগেই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সতর্ক করছে কমিশন।

এ বছর এইচএসসি পাস করে শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ইউজিসি। তবে এতে সরাসরি কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অবৈধ বলা হয়নি। একইভাবে বলা হয়নি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যাবে, কোনটিতে যাবে না। শুধু বিভিন্ন

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৪

আউটার ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইউজিসির সদস্য ড. আখতার হোসাইন গতকাল আমাদের সময়কে বলেন, শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা যেন সচেতনতাভাবে ভর্তি হতে পারে, সেই লক্ষ্যে কমিশন এ পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। তিনি বলেন, অনুমোদনবিহীন কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অননুমোদিত ক্যাম্পাসে কোনো প্রোগ্রামে/কোর্সে ভর্তি হলে সে শিক্ষার্থীর দায়-দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসি নেবে না। কাজেই শুধু সরকার ও ইউজিসি কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ক্যাম্পাসে এবং অনুমোদিত প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার জন্য ইউজিসির ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র

আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে ইবাইস ইউনিভার্সিটি। সরকার কর্তৃক বন্ধ করা, তবে আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি ও কুইন্স ইউনিভার্সিটি। অননুমোদিত ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চিটাগাং, প্রাইম ইউনিভার্সিটি উত্তরা, ঢাকা। অননুমোদিত আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, চট্টগ্রামের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের। বোর্ড অব ট্রাস্টিজ নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে ব্রিটানিয়া ইউনিভার্সিটি, কুমিল্লার। ট্রাস্টি নিয়ে আদালতে মামলা বিচারাধীন ইবাইস ইউনিভার্সিটি, কুইন্স ইউনিভার্সিটি ও সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির। শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেনি দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্স, ঢাকা; এনপিআই ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, মানিকগঞ্জ; রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া; ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, চট্টগ্রাম; সেন্টাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ঢাকা; রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়, কেরানীগঞ্জ; ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ, বরিশাল এবং রূপায়ণ একেএম শামসুজ্জোহা বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ। হাইকোর্টের আদেশে বন্ধ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়।

এ ছাড়া দেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের কোর্সে ভর্তির বিষয়ে সতর্ক করেছে ইউজিসি। বলা হয়েছে, অদ্যাবধি কোনো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়/শাখা/ক্যাম্পাস/স্টাডি সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনার অনুমতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি কর্তৃক দেওয়া হয়নি। এ ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে প্রতারণার শিকার না হওয়ার জন্য সবাইকে সতর্ক করা হলো।